Prepared by
S. Samad
21/05/2020

MA SEM- II
Sub: Bengali
CC: 09
TOPIC – CHERA TAR

১) 'ছেঁড়া তার' নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা কর।

Ans: 'ছেঁড়া তার' নাটকের নামকরণটি ব্যঞ্জনধর্মী। নাটকে দিলরুবা বাদ্যযন্ত্রটি ফুলজানের দাম্পত্য জীবনের প্রতীক। 'দিল' একটি ফারসি শব্দ। এর বাংলায় অর্থ হল হৃদয় বা মন। অতএব নাটকটিতে হৃদয়বৃত্তির ব্যাপারটিকেই নাট্যকার প্রাধান্য দিয়েছেন। নাটকটি বিশ্লেষণে তা আমাদের বোধগম্য হয়।

'ছেঁড়া তার' নাটকের বিষয়বস্তু মূলত: দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় কায়েমি স্বার্থের চক্রান্তে একটি সুখী পরিবারের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নিয়ে গড়ে উঠেছে এবং এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিম। নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রহিমের পরিবারের একটি দাম্পত্যসুখময় চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। রহিম ফুলজানের জন্য শহর থেকে জুতো কিনে এনেছিল, কিন্তু ফুলজান তা পরে চলতে পারে না, টলে পড়ে। এই পদস্খলন নাট্যকার এখানে বিশেষ প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন। সে রহিমের সঙ্গে সমান তালে ও ছন্দে পা ফেলে চলতে পারে না। রহিম বলে, "মোর সাথে চলায় লাইগবে তোরা" ফুলজান এখানে অক্ষম ও অসফল।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে 'ঝুলন পড়ার' অংশটি এখানে প্রাসঙ্গিক। এর আগেও দেখেছি তাতে ঝুলে পড়েছে। এরই অসংযোগহীনতা, সামঞ্জস্যহীনতা, তারে অসঙ্গতি এবং প্রতীকতাময়। "ঝুলাঝুলে ঝুলে ছেঁড়া দিলরুবাটা হাতে করে" রহিম বাইরে এল। নাটকের এখান থেকেই climax সৃষ্টি হয়। হাকিম মুক্তি পায়। রহিম ফুলজানকে জোর করে সহনে নিয়ে এলেও ঘরে

আসাতে ব্যর্থ। রহিমের হাহাকার - "মুই তোকে খালি দুঃখ্যয় দিছি ......।" এই পর্বে স্বামী রহিমের ব্যাকুলিত উঠেছে এবং স্ত্রী ফুলজানের আত্মমথিত হৃদয়ের - সুন্দর নাট্য - মুহূর্ত সৃষ্টি করে নাট্য ঘটনা কে অসহায় করে তুলেছে। রহিম। তাছাড়া হাওয়াকে নিয়ে ফুলজান থাকুক - তাহলে আর হাদীজের খেলাপ হবে না। হাদীজের বিধানকে মেনেই ফুলজান রহিমের বাড়ীতে থাকতে পারে না। জেদ বন্ধুদের মতো উত্তেজিত করে রহিমের চিরজিজ্ঞাসা -

"নিকার নামে হেইজত হইলে হাদীজ খেলাপ হয় না। জোওয়ানক বাঁদীর বাচ্চা বানাইলে হাদীজ খেলাপ হয় না। যে মানুষটা একটি মুখের কথা থাকি বাঁচে তার জীউটা দুই পায়ে ঠেলিলাইলে হাদীজ খেলাপ হয় না - না?"

রহিম উত্তেজনায় ঠক্কো দিল রুবাবের কান মোচড়াতে গিয়ে বাদ্যযন্ত্রটির তার ছিঁড়ে ফেলে। তখন তার যন্ত্রণাকাতর উক্তি যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয় কে আরো ক্ষতবিক্ষত করে তুলল।

"আল্লা! মোর যন্ত্র বাজিল না। তার খালি ছিঁড়ি গেল। আল্লা! ও হো - হো।"

রহিম 'বাজনাটা ফেলে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।" এই বন্ধ দরজাই তার জীবনের ও পর্ব যবনিকাপাত। এখানে 'দিল কথাটির প্রতি লক্ষ্যপাত এবং তা তুলে সুরে মন হওয়ানো হল

দাম্পত্য জীবনের সেতুবন্ধনের প্রতীক এবং এই তার ছিঁড়ে যাওয়াই তার মরণের প্রতীক।

সুতরাং, একথা অনস্বীকার্য, দিলরুবা নির্জীব বস্তু হলেও তাকে কেন্দ্র করেই নাটকের সমস্ত ঘটনা আবর্তিত এবং বিবর্তিত হয়েছে, একদিকে তা যেমন রহিমের হৃদয় - মন - জীবন ও আদর্শ মূল্যবোধের প্রতীক, অপরদিকে তা তেমনি দাম্পত্য জীবনের প্রতীক। রহিমের মনের তার আর ফুলজানের মনের তার এই দুইয়ের মেলবন্ধন যেমন আর এখানে ঘটেনি, তেমনি মানুষের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস ও এখানে বিচ্ছিন্ন নেই বলেই দিলরুবার তার ছিঁড়ে গেল। তাই ভাববাদী নাট্যকার সেভাবে তার নামকরণ করেছেন। নাটকের শেষে দিলরুবার এই তার ছিঁড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে রহিম - ফুলজানের দাম্পত্য - সুখময় জীবনের বিচ্ছেদের কথাই ঘোষণা করেছেন নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী। রহিমের ট্রাজিক মৃত্যু ফুলজানের হৃদয়-মনকে মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছে। সুতরাং নাট কাহিনীর সঙ্গে এই নামকরণটি যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ যুক্তিপূর্ণ এবং সার্থক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

The end

২১/০৫/২০২১

Scanned with CamScanner